দৈনিক ইত্তেফাক 29

... T 1995
পৃ ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

মেডিকেল শিক্ষা সংস্কারের সুপারিশ

মোড়ল নজরুল ইসলাম ।। দেশের বর্তমান মেডিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থার কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষার ধরন, দৈনন্দিন ক্লাস পরীক্ষার চাপ, পেশাগত পরীক্ষায়

(২য় পৃ: ৩-এর ক: দ্র:)

মেডিক্যাল শিক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অকৃতকার্যতার আশংকা ও বিপুল পুঁথিগত ও ব্যবহারিক পড়াশুনার কারণে মেডিক্যাল ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাইতেছে। মানসিকভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িতেছে বেশীরভাগ মেডিক্যাল ছাত্র-ছাত্রী। সম্প্রতি দেশের বৃহত্তম মেডিক্যাল কলেজ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের উদ্যোগে মেডিকাল ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পরিচালিত এক জরিপ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের প্রায় ৫৮ ভাগ (৫৭ দশমিক ৮৪) ছাত্র-ছাত্রী মানসিক অসুস্থতার শিকার। ছাত্রদের ক্ষেত্রে মানসিক অসুস্থতার হার ৫৮ দশমিক ৯২ এবং ছাত্রীদের ক্ষেত্রে এই হার ৫৭ দশমিক ২৬ পেশাগত ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বে মানসিক অসুস্থতার হার বৃদ্ধি পাইয়া ৬৭ দশমিক ২১-এ দাঁড়ায়।

ঢাকা মেডিকাল কলেজের কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের উদ্যোগে পরিচালিত জরিপে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে ছিলেন উক্ত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা: আবদুল খালিক বড় ভূইয়া এবং গবেষণা জরিপের প্রধান সমন্বয়কারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন ডা: মো: মনিরুল ইসলাম। মানসিক স্বাস্থ্য নির্ণায়ক কতিপয় তথ্য এবং ৬০টি সাধারণ স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশ্নের মাধ্যমে এই জরিপ পরিচালনা করা হয়। উক্ত মেডিক্যাল কলেজের বিভিন্ন বর্ষের ৩৮৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর উপর এই জরিপ চালান হয়। কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা রিসার্স ওয়ার্ক হিসাবে পরিচালিত এই জরিপ রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়: যে সমস্ত ছাত্রীর নিজস্ব আয়ের উৎস আছে তাহাদের মানসিক অসুস্থতার হার ৬০ দশমিক ৬৩ এবং যাহাদের নিজস্ব আয়ের উৎস নাই তাহাদের ক্ষেত্রে মানসিক অসুস্থতার হার ৫৭ দশমিক ১৪। যেসব ছাত্র-ছাত্রী রাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও পেশাবহির্ভূত কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট তাহাদের ক্ষেত্রে মানসিক অসুস্থতার হার বেশী। ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স ভিত্তিক এই হার (২০-২১ বছর) ৫৪ দশমিক ৯৫। এবং ২৪-২৫ বছর গ্রুপে এই হার ৬১ দশমিক ০৮। যাহারা বাসায় থাকিয়া চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে, তাহাদের হোষ্টেলের ছাত্র-ছাত্রী অপেক্ষা মানসিক অসুস্থতা কম। রিপোর্টে একটি মজার ব্যাপার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইল: বিবাহিত মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রীদের মানষিক অসুস্থতার হার মাত্র শতকরা ২০ ভাগ। অবিবাহিত ছাত্র-ছাত্রীদের এই হার ৫৯ দশমিক ১৮। শারীরিকভাবে অসুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের, মানসিক অসুস্থতার হার সবচাইতে বেশী। এই হার শতকরা ৭৮ দশমিক ৩ ভাগ। রিপোর্টে বলা হয়: দেশের বর্তমান মেডিক্যাল কারিকুলাম ও শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া আধুনিক বিশ্বের মেডিকাল শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করা প্রয়োজন।

এ-ব্যাপারে ঢাকা মেডিকেল কলেজের কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা: আ: খালিক বড় ভূঁইয়া জানান, মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পরিচালিত জরিপ শতকরা একশত ভাগ সঠিক হইবে তাহা বলিনা। এই ধরনের রিপোর্টের উপর মন্তব্য করিতেও চাহিনা। তবে তিনি বলেন, জরিপ রিপোর্টে ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক অসুস্থতার কারণ হিসাবে যেসব তথ্য উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার অনেকগুলিই সঠিক এবং মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থার কোন কোন ক্ষেত্রে আরও সংস্কার করা প্রয়োজন। অন্যান্য মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ধরনও একই রকম। তাই জরিপ পরিচালিত হইলে ফলাফল পাওয়া যাইবে।